২৪ এপ্রিল ২০১৬ বর্তমান [১১]

কাগজকলগুলিকে চাপে ফেলতে কাঁচামাল কেনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বাক্স সংস্থাগুলির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: গত এক মাসে আচমকাই বেড়ে গিয়েছে কাঁচামালের দাম। আর তাতেই ব্যাবসায় অশনি সংকেত দেখছে 'করোগেটেড বক্স' উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি। ব্যাবসায় মন্দার পিছনে বড় কাগজকলগুলির দিকেই আঙুল তুলছেন সংস্থার কর্তারা। তাঁদের অভিযোগ, তেমন কোনও কারণ ছাড়াই আচমকা এবং অনেকটা ইচ্ছাকৃতভাবেই একযোগে কাগজের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে কাগজকলগুলি। আর তাতেই বিপদে পড়েছে এই কারখানা। প্রতিবাদে আজ, রবিবার থেকে ১ মে পর্যন্ত কাগজকলগুলি থেকে কাঁচামাল কেনা বন্ধ রাখতে একজোট হয়েছে তারা।

করোগেটেড বক্স অর্থাৎ বাদামি রঙের কাগজের বাক্স, যে কাগজগুলি সামান্য ঢেউ খেলানো। ফুল, ফল, নানারকম খাবার, আনাজপাতি, প্রসাধনীসহ হরেক পণ্য 'প্যাকিং' করতে যে বাক্স ব্যবহার করা হয়, সেগুলিই করোগেটেড বক্স। পশ্চিমবঙ্গে ছোট ও মাঝারি শিল্পের আওতায় এই ধরনের বাক্স তৈরির প্রায় পাঁচশো কারখানা আছে। বড় বড় কাগজকল থেকে তারা কাগজ কেনে এবং তা দিয়ে বক্স তৈরি হয়। এই ব্যাবসার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ফেলে দেওয়া করোগেটেড বাক্স তৈরির পর যে অংশটুকু পড়ে থাকে এবং ব্যবহৃত কাগজ দিয়েই ফের ওই বাক্স তৈরি করা হয়। অর্থাৎ, কাঁচামাল হিসাবে একই কাগজ ওই শিল্পে বারবার ব্যবহার করা হয়।

সমস্যাটি ঠিক কোথায়? ইস্টার্ন ইন্ডিয়া করোগেটেড বক্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিলনকুমার দে বলেন, সমস্যাটি তৈরি হয়েছে গত একমাস ধরে। দেখা যাচ্ছে, যেখানে মাসখানেক আগেও কাগজের কিলো ছিল গড়ে ২১ টাকা, তা এখন কেজি প্রতি তিন টাকা বেড়ে গিয়েছে। আমরা যে কাগজ দিয়ে বক্স বানাই, তা কাগজকলগুলিতে তৈরি হয় আমাদেরই কারখানা থেকে পাওয়া ছটি বা 'ওয়েস্ট পেপার' দিয়ে। কাগজকলগুলির কাঁচামালের ৮০ শতাংশ সরবরাহ হয় এই কারখানাগুলি থেকেই। সেই কাগজের দাম বেড়েছে কেজি প্রতি গড়ে এক টাকা। মিলনবাবুর ব্যাখ্যা, যেখানে কাগজকলগুলি মাত্র এক টাকা বেশি দামে তা আমাদের থেকে কিনছে, সেখানে তিন টাকা দাম বৃদ্ধি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করেই কাগজকলগুলি এভাবে দাম বাড়িয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মিলনবাবুরা।

শুধু এ রাজ্যে নয়, গোটা দেশেই নানা প্রান্তে ব্যাবসা করে কাগজকল এবং এই বাক্স প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি। যেখানে এ রাজ্যে দাম বেশি, সেখানে বাইরের রাজ্য থেকে কাগজ আনছে না কেন সংস্থাগুলি? মিলনবাবুর যুক্তি, বাইরের কাগজ কলগুলিতে কিলো প্রতি দাম অন্তত চার থেকে পাঁচ টাকা কম। অর্থাৎ, তা এখন ১৬ থেকে ১৭ টাকা কেজি। কিন্তু বয়ে আনার খরচ, প্রবেশ কর এবং কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর দিয়ে তা আর 'কম' থাকে না। সেই কারণেই এখানকার সংস্থাগুলির উপরই নির্ভর করতে হয় করোগেটেড বাক্সের কারখানাগুলিকে।

কারখানাগুলির মালিকদের বক্তব্য, যে কাগজকলগুলি থেকে তাঁরা কাগজ কেনেন, সেগুলি মোটামুটি বড় সংস্থা। এদিকে তাঁরা যে সংস্থাগুলিকে প্যাকেজিংয়ের জন্য বাক্স বিক্রি করেন, সেগুলি হয় বড় দেশীয় সংস্থা অথবা বহুজাতিক সংস্থা। তাই আচমকা দাম বেড়ে যাওয়ায়, সেই বড় সংস্থাগুলি প্রতিযোগিতার বাজারে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে ছোট বা মাঝারি সংস্থা হিসাবে সবচেয়ে বড় ঝুঁকির মুখে পড়বে এই বাক্স কারখানাগুলিই। সেই কারণেই তাঁরা আজ, রবিবার থেকে ১ মে পর্যন্ত কাগজ কেনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের হিসাব, যেখানে এ রাজ্যে মাসে ২৫ হাজার টন কাগজ কেনে এই শিল্প, সেখানে টানা আট দিন কাঁচামাল কেনা বন্ধ রাখলে, তার প্রভাব কাগজকলগুলিতে জোরালোভাবেই পড়বে বলে মনে করছেন বাক্স কারখানার মালিকরা।